30 দৈনিক ইত্তেফাক

05 OCT 1991

তারিখ 05 OCT 1991 পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

পরীক্ষার ফল প্রকাশে অহেতুক জট সৃষ্টি

● রেজানুর রহমান ● একশ্রেণীর পরীক্ষকের উদাসীনতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের অধিকাংশ পরীক্ষার ফলাফল নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ হইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনির্দিষ্ট বন্ধকে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধক হিসাবে ধরা হইলেও বাস্তবে ইহাই মূল প্রতিবন্ধক নয়। পরীক্ষকদের গাফিলতির কারণে বিশেষ করিয়া ডিগ্রী (পাস ও সাব সিডিয়ারী) এবং মাষ্টার্স (সনাতন) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রায়শঃই (৫ম পৃঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার ফল প্রকাশে

(১ম পৃঃ পর)

বিলম্ব ঘটিতেছে। ১৯৯১ সালের ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে ৭ মাস পর। বিভিন্ন কলেজের ৮৭ সালের মাষ্টার্স (সনাতন) পরীক্ষার ফলাফল এক বছরের ব্যবধানেও প্রকাশিত হয় নাই। জানা যায়, '৮৭ সালের অর্থনীতি শেষ পর্বের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গত বছরের অক্টোবর মাসে। পদার্থ বিদ্যা, ভুগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ অন্যান্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় চলতি বছরের জানুয়ারী মাসে। অদ্যাবধি এই বিষয়সমূহের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কোন সম্ভাবনা দেখা দেয় নাই। কবে প্রকাশ হইবে কর্তৃপক্ষ তাহাও জানে না। ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে কেন বিলম্ব হইতেছে এই প্রশ্নের জবাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের একজন কর্মকর্তা বলেন, সেশন জট দূর করার লক্ষ্যে আমরা পরীক্ষকদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নম্বরপত্র প্রদানের অনুরোধ করিয়া আসিতেছি। একশ্রেণীর পরীক্ষক এব্যাপারে মোটেই গুরুত্ব দিতেছে না। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে ফলাফল প্রকাশ করা যাইতেছে না।

দীর্ঘ এক বৎসরের ব্যবধানেও পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত না হওয়ায় ইডেন কলেজের পারুল, জগন্নাথ কলেজের ফারুক, আনন্দমোহন কলেজের করিম, বদরুন্নেসা কলেজের বীথি যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ হাবিবুর রহমানের নিকট একটি পত্র লিখিয়াছে। অত্যন্ত করুণ ভাষায় লেখা এই পত্রে বলা হইয়াছে, 'শ্রদ্ধেয় স্যার, আমরা আপনার সন্তান তুল্য। পিতার নিকট সন্তানের অনেককিছুই চাওয়ার এবং পাওয়ার থাকে। এই অধিকার নিয়া আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম। প্রায় এক বৎসর হইতে চলিয়াছে আমাদের (অর্থনীতি) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয় নাই। আমাদের অনেকের চাকুরীর বয়স চলিয়া যাইতেছে। আমাদের আশা ছিল ফলাফল বাহির হইলে 'একটা কিছু' করিয়া বাবা-মার দুঃখ কিছুটা হইলেও দূর করিব। কিন্তু আমরা বর্তমানে হতাশা ও নিরাশার যন্ত্রণায় ভুগিতেছি।'

খোঁজ নিয়া দেখা যায়, পরীক্ষকদের গাফিলতির জন্য দেরীতে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইলেও এ ব্যাপারে পরীক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার তেমন কোন বিধান বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নম্বরপত্র জমা দেওয়া না হইলে বিলম্বিত প্রতিটি দিনের জন্য পরীক্ষককে ১০ টাকা জরিমানা দিতে হয়। একটি সূত্র জানায়, বিগত বছরগুলিতে অনেকে দেরীতে নম্বরপত্র জমা দিলেও জরিমানার টাকা অধিকাংশরা প্রদান করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, দেরীতে নম্বরপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে পরীক্ষকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান থাকা উচিত।